ট্রাস্ট ডিড্‌ বা অছিপত্র

**শ্রী শ্রী মা সারদা মন্দির ট্রাস্ট বা ডিক্লারেশন অফ ট্রাস্টনামা**

জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, থানা ও এ.ডি. সাবরেজিষ্ট্রী অফিস তমলুক

**জে. এল. নং – ৭৪, মৌজা – শিরুই প্রঃ শিউরী**

বর্তমান এল. আর. সেটেলমেন্টে ১৯ নং খতিয়ানের অন্তর্গত

**আর. এস. ও এল. আর.**

**১৭৪ দাগ ভুক্ত ০৯ ডেসিমল সম্পত্তি।**

**শ্রী শ্রী মা সারদা মন্দির ট্রাস্ট বা**

**ডিক্লারেশন অফ ট্রাস্টনামা**

**দলিল গ্রহীতা বা ট্রাস্টীর নাম ও ঠিকানাঃ**

**শ্রী অরবিন্দ সামন্ত**, আধার সংখ্যাঃ

পিতা – ডাঃ বিষ্ণুপদ সামন্ত

জাতী – হিন্দু (ভারতীয় নাগরিক)

পেশা – অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী

গ্রাম ও পোঃ – হোগলা, থানা – তমলুক

জেলা – পূর্ব মেদিনীপুর, পিন – ৭২১১৩৭।

**দলিল দাতা লিখিতং –**

**শ্রী অরবিন্দ সামন্ত**, আধার সংখ্যাঃ

পিতা – ডাঃ বিষ্ণুপদ সামন্ত

জাতী – হিন্দু (ভারতীয় নাগরিক)

পেশা – অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী

গ্রাম ও পোঃ – হোগলা, থানা – তমলুক

জেলা – পূর্ব মেদিনীপুর, পিন – ৭২১১৩৭।

কস্য ট্রাস্টী নিয়োগপত্র মিদং কার্যঞ্চাগে –

জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, থানা, পরগনা ও অবরনিবন্ধন অফিস তমলুক, জে. এল. নং ৭৪, শিরুই প্রঃ শিউরী মৌজায়, এল. আর. সেটেলমেন্টে ১৯ নং খতিয়ানের অন্তর্গত আর. এস. ও এল. আর. ১৭৪ দাগে রেকর্ড মতে জলজমি বর্তমান কালা/বাস্তু ভূমি ৭৪ ডেসিমল মধ্যে চিহ্নিত মতে ০৯ ডেসিমল ভূমি আমার নিজ নামিত খতিয়ান ভুক্ত নিজজোত স্বত্বদখলী সম্পত্তি হইতেছে। আমি উক্ত সম্পত্তিতে এতাবৎ নির্বিবাদে নির্বঢ় স্বত্বে স্বত্ববান ও ভোগদখলীকার রহিয়াছি।

আমি আমার পরমারাধ্যা ইষ্টদেবী শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর নামাঙ্কীত একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠান নির্মান করতঃ শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী, শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা অনুযায়ী শিশু ও কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চারিত্রিক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছি। ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতন ভাবধারাকে যাহা স্বামী বিবেকানন্দের মনুষ্যত্ব উন্মেষক ও চরিত্র গঠণকারী আদর্শে বিশেষভাবে গ্রথিত করিয়া শিশু ও কিশোর সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসে, আমার স্বোপার্জিত অর্থে ক্রীত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি শ্রী শ্রী মা সারদা মন্দির নামে ট্রাস্ট গঠণ করিয়া উক্ত আদর্শ রূপায়নে ব্রতী হইয়াছি। তজ্জন্য নিম্ন লিখিত শর্তে ট্রাস্টি নিযুক্ত করিয়া উক্ত ট্রাস্টের উদ্দেশ্যে সমর্পন করিলাম ও তাহাতে দখল দিলাম। প্রকাশ থাকে যে, শ্রী শ্রী মা সারদা মন্দির ট্রাস্ট একটি স্বসাশিত স্বাধীন সংস্থা যাহা জনগণের হিতার্থে নিয়োজিত।

শর্তসমূহ বা উক্ত ট্রাস্টের মূল উদ্দেশ্য –

১) শিশু ও কিশোরদের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য শ্রী শ্রী মা সারদা মন্দির নির্মান ও দেবীর পূজার্চনার ব্যবস্থা করা।

২) শিক্ষার জন্য প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিদ্যার্থী ভবন স্থাপন করা।

৩) স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা।

৪) এক কথায় শিশুদের কল্যানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা এবং তাহা রূপায়ণ করা।

৫) উক্ত ট্রাস্টের সংস্থা সমূহ সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপের এবং সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে থাকিবে।

৬) ট্রাস্টের স্বার্থে উক্ত সম্পত্তিতে ট্রাস্টিগণ যে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটাইতে বা সমমূল্যের সম্পত্তিতে বিনিময় করিতে পারিবেন। যদি কোন কারনে ট্রাস্টের কার্যাদি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করেন তবে উক্ত সম্পত্তির দখল বা যথাযথ বিক্রয় লব্ধ অর্থ শ্রী সারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বরে অর্পন করিতে হইবে। ট্রাস্টিগণ ব্যক্তিগতভাবে কখনও উক্ত ট্রাস্টের বিষয় সম্পত্তি স্থাবর ও অস্থাবর গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৭) দলিল গ্রহীতা শ্রী অরবিন্দ সামন্ত মুখ্য ট্রাস্টি বা চীফ ট্রাস্টি হইবেন। যতদিন না একাধিক ট্রাস্টি নিয়োজিত হইবেন ততদিন অত্র দলিলের গ্রহীতা মুখ্য ট্রাস্টি হিসাবে সকল কার্য সম্পাদন করিবেন। প্রয়োজনবোধে প্রতি ৩ (তিন) বৎসরের জন্য ৮ নং ধারা অনুযায়ী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে বর্তমান মুখ্য ট্রাস্টি হিসাবে অন্য ট্রাস্টিদের নিয়োগ করিবেন। তাহাদের নাম ছবি ও স্বাক্ষর সহ নোটারী পাবলিক দ্বারা এফিডেভিট করাইতে হইবে। যদি কাহাকেও স্থায়ী ট্রাস্টি হিসাবে নিয়োগ করেন, তবে সেই ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিদের জেলা নিবন্ধক বা অতিরিক্ত জেলা নিবন্ধক দ্বারা অতি অবশ্যই নিবন্ধিকৃত করাইতে হইবে।

তৎপরে মুখ্য ট্রাস্টি, ট্রাস্টি বোর্ড গঠণ করিবেন। যতদিন তাহা না হয় ততদিন পর্যন্ত চীফ ট্রাস্টি হিসাবে শ্রী অরবিন্দ সামন্ত, অত্র ট্রাস্ট পরিচালনা করিবেন। নতুন ট্রাস্টি বোর্ড গঠণের পূর্বে যদি কোন কারনে অত্র ট্রাস্টের চীফ ট্রাস্টি কোন কারনে ট্রাস্ট পরিচালনা করিতে শারীরিক অসুস্থতাহেতু অক্ষম হয়েন অথবা ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে তবে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, কৃষ্ণগঞ্জ-এর অন্যতম ট্রাস্টি মাননীয় ডঃ অমিয় লাল ভৌমিক, পিতা স্বর্গীয় গুণধর ভৌমিক, গ্রাম শিউরী, পোঃ হোগলা, থানা তমলুক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর মহাশয় অন্তর্বর্তীকালিন মুখ্য ট্রাস্টি হিসাবে স্থলাভিষিক্ত হইয়া ৮ নং ধারা অনুযায়ী যতশীঘ্র সম্ভব নতুন ট্রাস্টিদের নিয়োগ করিবেন এবং বোর্ড অফ ট্রাস্টি (Board of Trustees ) গঠণ করাইবেন।

৮) ট্রাস্টে নিযুক্ত স্থায়ী ট্রাস্টিগণ কর্মক্ষম সজ্ঞান জীবদ্দশা পর্যন্ত উক্ত সংস্থার ট্রাস্টি থাকিবেন। কোনও ট্রাস্টির অবর্তমানে অপর ট্রাস্টিগণ, অত্র ট্রাস্টের স্বার্থে অতি সত্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ বা শ্রী সারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর কর্তৃক দীক্ষা প্রাপ্ত সৎচরিত্র, কর্তব্যপরায়ণ দিব্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে ট্রাস্টি হিসাবে নির্বাচন করিবেন।

৯) উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডে ৩ জনের কম ও ৫ জনের বেশী কখনও ট্রাস্টি থাকিবে না। উক্ত ট্রাস্ট বোর্ডে কৃষ্ণগঞ্জ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের একজন প্রতিনিধিকে রাখা যাইতে পারে।

১০) উক্ত ট্রাস্টের আয় ব্যয়ের হিসাব সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হিসাব পরীক্ষক দ্বারা প্রতি বৎসর পরীক্ষা করাইতে হইবে।

১১) ট্রাস্টিগণ বৎসরে অন্ততঃ দুইবার একত্রে সভা করিয়া ট্রাস্টের কার্যাদি ও সকল প্রকার রূপায়নের বিষয়ে আলোচনা করিবেন এবং সভার বিবরণী অবশ্যই লিপিবদ্ধ করিবেন।

১২) মুখ্য ট্রাস্টি একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠণ করিবেন এবং নিম্ন লিখিত পদাধিকারী নির্বাচন করিবেন --- ১) সভাপতি, ২) সম্পাদক, ৩) কোষাধ্যক্ষ।

১৩) মুখ্য ট্রাস্টি উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের এক্স-অফিসও (Ex-Officio) সভাপতি হইবেন। সংখ্যা গরিষ্ঠ ট্রাস্টির মত সকল ট্রাস্টির মত বলিয়া গন্য হইবে।

১৪) ট্রাস্টের বিভিন্ন সংস্থার কর্মী নিয়োগ বা পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে ট্রাস্টিগণ সময় সময় নিয়মাবলী রচনা করিবেন। উক্ত নিয়মাবলী কর্মীগণ মানিতে বাধ্য থাকিবেন। ট্রাস্টি বোর্ড প্রয়োজনবোধে কর্মীদের বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

১৫) ট্রাস্ট তার ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণের নিকট রসিদ প্রদান করিয়া দান সংগ্রহ করিবেন। ট্রাস্টের অর্থাদি যে কোনও জাতীয় ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া অনুমোদিত ব্যাঙ্ক-এ রাখিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে ট্রাস্টের অর্থাদি সেবি অনুমোদিত মিউচুয়্যাল ফাণ্ড-এ বিনিয়োগ করা যাইতে পারে। যে কোনও ২ জন ট্রাস্টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও মিউচুয়্যাল ফাণ্ড অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করিবেন। এই মর্মে তাঁহারা অবশ্যই ট্রাস্টি বোর্ডের বোর্ড অফ জাস্টিস সভায় রেজুলেশন গ্রহণ করিবেন।

অত্র দলিল সর্বদা অছি পরিষদের পক্ষে মুখ্য ট্রাস্টি-র হেফাজতে থাকিবে এবং দলিলের জেরক্স কপি অন্যান্য ট্রাস্টির নিকট থাকিবে।

অত্র দলিলের পোষকতার জন্য খাজনার চেক দাখিলা, এল. আর. রেকর্ডের কপি এবং দলিলের সার্টিফায়েড কপি হাওলা করা হইল।

এতদর্থে অত্র দলিলের সকল মর্ম আমি সবিশেষ বুঝিয়া আপন ইচ্ছায় সুস্থ শরীরে, সরল মনে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় সাক্ষীগণ সাক্ষাতে অত্র ট্রাস্টী দলিল যথারীতি সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি –

বাংলা :-

ইংরাজী :-

**তপশীল বর্নিত ভূমির বিবরণ**

জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, মহকুমা, থানা ও অতিরিক্ত জেলা অবরনিবন্ধন অফিস তমলুকের অন্তর্গত, **জে. এল. নং ৭৪, শিরুই প্রঃ শিউরী মৌজায়,** রায়ত দখলীয় স্বত্ব বিশিষ্ট।

বর্তমান এল. আর. সেটেলমেন্টে আমার নিজ নামিত **১৯ (ঊনিশ)** নং খতিয়ানের অন্তর্গত।

**আর. এস. ও এল. আর. ১৭৪ (একশত চুয়াত্তর)** দাগে রেকর্ড মতে জলজমি বর্তমান কালা/বাস্তু ভূমি মোট ৫৬ ডেসিমল মধ্যে আমার নিজ নামিত অত্র এল. আর. খতিয়ান ভুক্ত ০.১৬৬৬ অংশে চিহ্নিত মতে **০৯ (নয়) ডেসিমল সম্পত্তি** অত্র শ্রী শ্রী মা সারদা মন্দির ট্রাস্ট ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে।

**চৌহদ্দি –**

**উত্তর – সোয়াদিঘী খাল বাঁধ।**

**দক্ষিণ – সুষেন নায়েক দীং-এর পুষ্করিণী পাড়।**

**পূর্ব – আশুতোষ দণ্ডপাট দীং-এর বাসগৃহ।**

**পশ্চিম – মাতঙ্গিনী পাঠাগার ও কৃষ্ণগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী আশ্রম।**

**সম্পত্তির মোট পরিমান– ০৯ (নয়) ডেসিমল।**

বার্ষিক রাজস্ব – ২.৭০ টাকা।

বর্তমান মালিক পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষে বি. এল. এন্ড এল. আর. ও. তমলুক ২, মোঃ চাঠরা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর।